Handout Number : 4828

**Victory Day celebrated in the Embassy of Bangladesh in Tashkent**

Tashkent, 17 December :

The Embassy of Bangladesh in Tashkent celebrated Victory Day in a befitting manner on 16th December, 2020 with due solemnity and fervor at the Embassy of Bangladesh in Tashkent.

Special Messages by President Md Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina were screened.

A documentary film ‘Journey to Independence’ was screened on this occasion.

The second part of the event included drawing competition on the picture of Bangabandhu by children of different nationalities. Winners of the Drawing Competition were given prizes. The program also included some sports and cultural events in which Bangladesh and Uzbek nationals, invited guests from different countries, members of Bangladesh community and their children, officials of the Embassy with their family members participated the events in a festive mood.

Bangladeshi diasporas along with diplomats, eminent personalities and Embassy staff were present on the occasion. Among others, Ambassador of India, Manish Prabhat, representatives of the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan Bahrom Sharipov Head of South Asia Countries Division and Aziz Baratov, concerned official of South Asia Division, Counsellor of Indian Embassy Sipra Ghosh, Counsellor of the Embassy of the Islamic Republic Afghanistan, Counsellor of the Kyrgyz Embassy, Temirbek Erkinov, Consul of Bangladesh to Kyrgyz Republic, Carl Bates Head of Cambridge International School in Tashkent and his colleges, Former Ambassador to India Surat Mirkasimov were present.

The event ended with cake cutting ceremony which was followed by serving Bengali cuisine.

#

Nripendra/Khalid/Sanjib/Salim/2020/22.50 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২৭

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত**

নিউইয়র্ক, ১৭ ডিসেম্বর :

 যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্কে ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ ও ভিডিও বার্তা প্রদর্শন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

 আলোচনা পর্বের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও গঠনমূলক নেতৃত্বের কারণে জাতিসংঘেও আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের।

 প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট অসংখ্য আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন মর্মেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা বঙ্গবন্ধু ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের স্মরণে স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছি। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বার্ষিকীতে প্যারিসভিত্তিক জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো যৌথভাবে জন্মশতবার্ষিকী পালনসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে যার সবকিছুই আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে বাংলাদেশের মর্যাদার স্বীকৃতি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই সম্মান ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করতে হবে।

 প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মকান্ড বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। রেমিট্যান্স প্রেরণ ছাড়াও প্রবাসীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সরাসরি দেশের উন্নয়ন তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এগিয়ে নিতে আরও অবদান রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

 মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত স্থানীয় নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত আকারে আয়োজন করা হয়।

#

খাদিজা/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২৬

**ইতালিতে বিজয় দিবস উদযাপিত**

ইতালি, ১৭ ডিসেম্বর :

 ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্মশতবর্ষে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ইতালিতে কোভিড-১৯ সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

 অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতির পিতাসহ মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হয় দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে। শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাসহ কমিউনিটি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিটির বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু এবং শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

 রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সকল শহিদ, নির্যাতিতা নারী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক তথ্যসহ তুলে ধরার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ‘ভিশন-২০২১’, ‘ভিশন-২০৪১’ এবং ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেও সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বৈশ্বিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। বর্তমান সরকারকে তিনি প্রবাসী-বান্ধব সরকার হিসেবে অভিহিত করে প্রবাসীদের সেবার মান আরো বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী নাগরিকবৃন্দ, সাংবাদিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

 অনুষ্ঠানের শেষভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ, মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

খাদিজা/খালিদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২৫

**মরিশাসে বঙ্গবন্ধুর নামে সড়ক উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন**

**উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিডিও বার্তা**

পোর্ট লুইস (মরিশাস), ১৭ ডিসেম্বর :

 অনলাইন প্লাটফর্মে মরিশাস সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হসনু এবং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন যৌথভাবে আজ পোর্ট লুইস, মরিশাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে নামকরণকৃত রাস্তা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ট্রিট’ এর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ দূতাবাস, মরিশাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। মরিশাসে বাংলাদেশ এর হাইকমিশনার রেজিনা আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও বার্তায় বলেন, বঙ্গবন্ধুর নামে পোর্ট লুইসে এই রাস্তার নামকরণ মরিশাস এবং বাংলাদেশের মধ্যে বহুমাত্রিক সম্পর্কের নিদর্শন তৈরি করেছে।

 মরিশাস সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হসনু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, রাস্তার নামকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে মরিশাস সরকার ও জনগণ গর্বিত। এ প্রসঙ্গে তিনি মরিশাসের ধারাবাহিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

 বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী আয়োজনে মরিশাস সরকার অংশগ্রহণ করায় মরিশাস সরকার ও জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা সে দিকেই এগিয়ে ‍যাচ্ছি। এছাড়া, মরিশাস-প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও মজবুত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। পোর্ট লুইসে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোর্ট লুইস সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র মাহফূজ মুসা কাদেরসাইব, স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ, ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রতিনিধিবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি, প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবং বাংলাদেশ প্রান্তে সরাসরি যুক্ত হন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র; পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব); বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির প্রধান নির্বাহী; বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কিউরেটর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত রঙিন বেলুন অবমুক্ত করা হয়।

#

খাদিজা/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২৪

**ঢাকা-১৫ আসনে রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে**

 **---শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা-১৫ আসনে রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, স্থানীয় এলাকাবাসী, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও বাড়ি মালিকদের মতামতের ভিত্তিতে রাস্তা প্রশস্তকরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৫ আসনের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাফরুল ইব্রাহিমপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ রোড থেকে মুন্সিবাড়ি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার সড়ক, আশিদাগ সড়ক, ঈদগাঁ রোড এবং আলী আহমেদ রোডের পাশ ১৬ ফুট প্রশস্তকরণের কাজ পরিদর্শনকালে স্থানীয় নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

 কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, প্ল্যানের বাইরে যারা বাড়ি নির্মাণ করেছেন রাজউকের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা আর্থিকভাবে দুর্বল, রাস্তা সম্প্রসারণের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

 এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী রাস্তার মাঝ হতে বিদ্যুতের খুঁটি দ্রুত সরানোর নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, সড়কের মাঝে বিদ্যুতের খুঁটি থাকলে রাস্তা প্রশস্ত করার সুফল থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত হবেন।

 আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইসহাক মিয়াসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/খালিদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২৩

ডিজিটাল বিপ্লবের মহাসড়ক হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তি

 -- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বিপ্লবের মহাসড়ক হচ্ছে ডিজিটাল সংযুক্তি। দেশে ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি মোবাইল অপারেটরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নত ইন্টারনেট ও টেলিকম সেবা নিশ্চিত করতে টেলকোসমূহের বিদ্যমান প্রতিটি চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরকার অবগত আছে। এগুলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিরসনের উপায় বের করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী আজ ওয়েবিনারে মোবাইল অপারেটরসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন জিএসএমএ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাংলাদেশে কোভিড পরিস্থিতিতে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা অব্যহত রেখেছে উল্লেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, আমাদের কর্মীরা যেমন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে তেমনি বেসরকারি টেলিকম প্রতিষ্ঠানসমূহ নেটওয়ার্ক সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছে।

 জিএসএমএ এর হেড অভ্ অ্যাপেক জুলিয়ান গরমেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, আইটিইউ কর্মকর্তা আতসুকো অকোদা, টেলিটকের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন, গ্রামীণ ফোনের সিইও ইয়াসির আজমান, বাংলালিঙ্কের সিইও অ্যারিক আস এবং রবি আজিয়াটার সিইও মাহতাব আহমেদ অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন।

#

শেফায়েত/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২২

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কুনমিংয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত**

কুনমিং (চীন), ১৭ ডিসেম্বর :

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২০ পালন করা হয়। কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে এ দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং কুনমিং এ বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ও ছাত্র-ছাত্রীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 পতাকা উত্তোলনের শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাত, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত এবং দেশের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়।

 অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে উদযাপিত এ মহান বিজয় দিবস এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মহান মুক্তিসংগ্রামে আমাদের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তযোদ্ধাসহ যারা দেশমাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছেন, সম্মানহানী এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাঁদের কথাও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিষয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের অবহিত করেন।

#

ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২১

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল সিডনীতে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত**

সিডনী, ১৭ ডিসেম্বর :

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, সিডনীতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

 দিনের শুরুতেই বাংলাদেশ ভবন, সিডনীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ পর্বে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয় এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া কনসাল জেনারেল উপস্থিত সকলের সাথে মহান বিজয় উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

 সন্ধ্যায় কনস্যুলেট ভবনে এক আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন, কনসাল জেনারেলের স্বাগত বক্তব্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস এবং কুইন্সল্যান্ড-এ বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী শিশুশিল্পীদের মাঝে উপহার ও সনদ বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী বাংলাদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের শিল্পীবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মী কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্থানীয় নিয়মনীতি মেনে অংশগ্রহণ করেন।

 কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের ওপর আলোকপাত করে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা, সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ এবং ২ লক্ষাধিক বীরাঙ্গনাকে।

#

কামরুজ্জামান/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২০

**সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর ভগ্নিপতির মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ভগ্নিপতি আলহাজ মোঃ শাহাবুদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মন্ত্রী বলেন, মরহুম মোঃ শাহাবুদ্দিন একজন প্রাজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে মানুষের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবেন। ঢাকার মেরুল বাড্ডা ও দাগনভুঁইয়ার গ্রামের বাড়িতে অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানার উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, উল্লেখ করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর কেরোলিয়া গ্রামে এক সম্ভান্ত্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মরহুম শাহাবুদ্দিনের প্রথম জানাজা বাদ জোহর রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় হয়েছে। শুক্রবার সকাল এগারোটায় দাগনভুঁইয়ার গ্রামের বাড়িতে দ্বিতীয় নামাজে জানাজাশেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার কথা।

 উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থা উইনরোক বাংলাদেশ'র সাবেক ব্যবস্থাপক আলহাজ মোঃ শাহাবুদ্দিন বৃহস্পতিবার ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ১৯১জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার১৩৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯৬হাজার ৯৭৫ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায়৩৬জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ১৯২জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৩১হাজার ৫৯০ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৮

অন্যের সাহায্য ছাড়া পদ্মাসেতু নির্মাণ দেশের সক্ষমতার প্রমাণ

 -- পরিবেশ মন্ত্রী

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন সর্বোচ্চ ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যের সাহায্য ছাড়া পদ্মাসেতু নির্মাণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন দেশের সক্ষমতা।

 আজ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখার দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদ প্রাঙ্গণে বড়লেখা উপজেলায় শীতার্তদের মাঝে ৫ হাজার কম্বল বিতরণের সমাপনী দিনে ৩৫০ জনের মাঝে কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন আর দরিদ্র দেশ নয়। দেশে মেট্রোরেল, নদীর নিচের টানেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণসহ অনেক কিছু সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। সরকারের সুযোগ্য পরিচালনায় দেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নয়নশীল দেশ। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, প্রতিবন্ধী, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে। মন্ত্রী এসময় মাধবকুণ্ডে কেবল কার স্থাপনসহ স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুসরাত লায়লা নীরা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ এনাম উদ্দিন।

#

দীপংকর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর :৪৯১৭

**গত একযুগে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন বিএনপি দেখেও দেখেনা**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 ‘গত একযুগে দেশের প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন মির্জা ফখরুল সাহেবরা দেখেও দেখেননা’ বলেছেন  তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্যভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ আয়োজিত প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মোজাফফর হোসেন পল্টু সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

 বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্য ‘বিজয় মিললেও মুক্তি মিলেনি’ এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আসলে তারা (বিএনপি) সবসময় বিভ্রান্তির মধ্যে ভোগেন এবং তা থেকে মানুষকেও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালান। উন্নয়নের বিষয়ে তাদেরকে আমি আইএমএফ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরিসংখ্যান দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৬০০ থেকে থেকে ২ হাজার ৬৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের হার ৪১ থেকে ২০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে- এগুলো পড়লে বিভ্রান্তি কেটে যাবে। অবশ্যই সমালোচনা করবেন কিন্তু নিজের বিভ্রান্তি থেকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা কখনই দেশ ও জাতির জন্য শুভ নয়।’

 বিএনপি মহাসচিবের অপর বক্তব্য ‘বিএনপি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে’ এর প্রেক্ষিতে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘প্রতিদিন সকালবেলা ফখরুল সাহেব একবার কথা বলেন, বিকেলবেলা রিজভী সাহেব কথা বলেন। আর গয়েশ্বর বাবুও মাঝে মধ্যে কথা বলেন। তারা দিনে তিনবার সমালোচনা করেন আর বলেন যে, তাদের কথা বলার কোনো অধিকার নাই। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, একটি মিছিল বের করতে চাইলে আমাদের ওপর লাঠিপেটা করা হতো। বহু লাঠির বাড়ি আমার ঘাড়ে-পিঠে আছে, পল্টু ভাইয়েরও আছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এদেশে গণতন্ত্রের যাত্রা অব্যাহত আছে। বিএনপি এই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে ২০১৩-১৪-১৫ সালে আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছিল, নির্বাচন বর্জন করেছিল। আর ২০১৮ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়েও নেয়নি, তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রকে ব্যাহত করা।’

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশকে আরো এগিয়ে নিতে, ২০৪১ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের মনন তৈরিতে, তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়ার ক্ষেত্রে এবং দায়িত্বশীলদেরকে আরো দায়িত্ববান করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 ‘তাই আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যারা আজকে দেশকে পিছিয়ে দিতে চায়, ভাস্কর্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে দেশকে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চায় এবং তাদেরকে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, সেই বিএনপিসহ তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে কলম ধরতে হবে, লিখতে হবে’ আহ্বান জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘যারা রাষ্ট্রকে পিছিয়ে দিতে চায়, যারা আমাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির ওপর আঘাত হানে, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দেশ জেগেছে।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

কারণ ক্ষমতায় থাকাকালে দুর্নীতি আর দুঃশাসনে তারা বাংলাদেশের অগ্রগতির চাকাটাকে ঘূর্ণয়মান চাকায় পরিণত করেছিল আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গতিশীল দূরদর্শী নেতৃত্বে তা ধাবমান চাকায় পরিণত করেছেন। ধাবমান এই উন্নতির চাকার গতিবেগ আরো বৃদ্ধি করে আমরা দেশকে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চাই।’

 এসময় দেশে গণমাধ্যমের বিকাশের ওপর আলোকপাত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১২ বছর আগে দৈনিক সংবাদপত্র ছিল ৪৫০টি  এখন সাড়ে ১২শ’। অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ। টেলিভিশন ছিল ১০টি এখন ৩৫টি, একইভাবে অনলাইন মাধ্যম আইপিটিভি থেকে শুরু করে সমস্ত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে। এটির পাশাপাশি কিছু সমস্যাও যুক্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই সমস্যাগুলো আমাদের সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সংবাদপত্রের মান, সংবাদের গুণগতমান ধরে রাখা এবং যে কারো হাতে যেন সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র না যায়, সে নিয়েও আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।’

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান তাঁর বক্তৃতায় সংবাদপত্র তথা সমগ্র গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও কল্যাণে সরকারের আন্তরিকতার কথা তুলে ধরেন।

 বিএসপি সভাপতি মোঃ শাহজালালের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স.ম. গোলাম কিবরিয়া, বিএসপি’র সাধারণ সম্পাদক এমজি কিবরিয়া চৌধুরী ও যুগ্মসম্পাদক শেখ মঞ্জুর বারী মঞ্জু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম ইউনুস প্রমুখ।

 এর আগে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিজয় দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়াসহ অতিথিদের সাথে নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৬

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২ পৌষ( ১৭ডিসেম্বর) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

 **মূলবার্তা :**

 ‘gywRe e‡l©i AvnŸvb, `ÿ n‡q we‡`k hvbÕ,†køvMv‡b h\_v‡hvM¨ gh©v`vq cvwjZ n‡e ÔAvšÍR©vwZK Awfevmx w`em, 2020Õ। ÔAvšÍR©vwZK Awfevmx w`em Dcj‡ÿ 18 wW‡m¤^i mKvj 10Uv 30 wgwb‡U e½eÜz AvšÍR©vwZK m‡¤§jb †K‡›`ª Av‡qvwRZ Abyôv‡b fvPz©qvj cø¨vUd‡g© cªavb AwZw\_ wn‡m‡e AskMÖnY Ki‡eb cÖavbgš¿x ‡kL nvwmbvÕ|

#

সিদ্দিকুর/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৫

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে

 -- পরিকল্পনামন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে নিজ দায়িত্বে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে।

 মন্ত্রী আজ মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের মিলেছে আত্নপরিচয়, মিলেছে আত্মসম্মান এবং হাজার বছরের অপমান থেকে মুক্তি। এই অর্জনের মহানায়ক আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং লাখ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন রূপরেখা তৈরিতে ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সরকারের অন্যতম বৃহৎ অংশ পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে সকলকে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে, তাহলেই মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো হবে ।

 অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আবুল কালাম আজাদ, মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ ও মোঃ মামুন-আল-রশীদ বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৯১৪

**মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজিবি’র কর্মসূচি পালন**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস-২০২০
উদ্‌যাপন করেছে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজিবি সদর দপ্তরসহ বাহিনীর সকল রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও ইউনিটসমূহে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়।

 দিবসের কর্মসূচি অনুযায়ী বর্তমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিজিবি সদর দপ্তর পিলখানা, ঢাকায় বাদ মাগরিব ও বিজিবি’র সকল ইউনিটের মসজিদে বাদ ফজর আয়োজিত বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া মাহফিলে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের আত্মার মাগফেরাত, জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং বিজিবি’র উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে দোয়া করা হয়।

 এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকালে বিজিবি সদর দপ্তরসহ দেশের অন্যান্য সকল ইউনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

#

শরিফুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১৩

পরিকল্পিত নগরায়ণ করতে রিহ্যাবকে আরো অবদান রাখতে হবে

 -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, পরিকল্পিত নগরায়ণ করতে রিহ্যাবকে আরো অবদান রাখতে হবে। গ্রামকে গ্রাম রেখেই শহরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অবাসন কেমন হবে, তার প্রতিচ্ছবি দিয়ে রিহ্যাব সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার উত্তরায় ‘রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় জানান, ঢাকায় স্ক্যাডা, ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থা, জিআইএস ট্রান্সফরমার ইত্যাদিসহ উন্নতমানের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্লিন ও গ্রিন এনার্জি ব্যবহারকে সরকার উৎসাহ ও প্রণোদনা দিচ্ছে। শতকরা ৯৯ ভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন হয়েছে। অবশিষ্ট এলাকা জুন ২০২১ এর মধ্যেই বিদ্যুতায়ন করা হবে। বাড়ির ডিজাইন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

 রিহ্যাব-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ সোহেল রানার উপস্থাপনায় ও রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট আলমগীর শামসুল আলামিন কাজলের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে রিহ্যাব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী মাসুদা সিদ্দিক রোজি বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১২

পায়রা বন্দর দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে

 -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের নৌ ও সমুদ্র সীমানায় অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পায়রা বন্দর ২০৩৫ সালে দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। পদ্মা সেতু ও পায়রা বন্দরের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃতি হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের ‘রোল মডেল’। তাঁর নেতৃত্বেই বংলাদেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পদার্পণ করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে জরুরি মেইনটেনেন্স ড্রেজিং প্রকল্পের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে (ইনার ও আউটার চ্যানেল) ৬ দশমিক ৩ মিটার গভীরতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জরুরি মেইনটেনেন্স ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বেলজিয়ামভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি ঔধহ উব ঘঁষ এর মধ্যে আজ এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে।

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর হুমায়ুন কল্লোল এবং বেলজিয়ামভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি জান ডে নুল’র প্রকল্প পরিচালক ঔধহ গড়বহং। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মামুনুর রশিদ।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১১

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রটোকল স্বাক্ষর

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আন্তঃসীমান্ত হাতি সংরক্ষণ বিষয়ে এক প্রটোকল স্বাক্ষর হয়েছে।

 বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী।

 প্রটোকল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, বাণিজ্য সচিব মোঃ জাফর উদ্দীন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব দীপক কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

 দু’দেশের মধ্যে সম্পাদিত এই প্রটোকলের মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত হাতির চলাচল নির্বিঘ্ন হবে এবং হাতি সংরক্ষণ কার্যক্রম সহজতর হবে। এছাড়া হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে এই প্রটোকল স্বাক্ষর কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সামিট উপলক্ষে মোট ৭টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এরই অংশ হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এই প্রটোকলটিও স্বাক্ষরিত হয়।

#

দীপংকর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১০

একাত্তরের সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রজন্ম ভ্রুকুটি করলে ছাড় দেয়া হবে না

 -- শ ম রেজাউল করিম

নাজিরপুর, পিরোজপুর, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে একাত্তরের সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রজন্ম ভ্রুকুটি করলে কোনোভাবে ছাড় দেয়া হবে না। কঠোর হাতে দমন করা হবে। এরা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙ্গে দিতে চায়, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাখতে চায় না। এরা যাতে কোনোভাবে কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।’

 আজ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে নাজিরপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘অতীতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে সেখানে জঙ্গীদের আস্তানা করা হয়েছে। জঙ্গীরা ধর্মের নামে দেশে খারাপ কাজ করেছে। এটা করতে দেয়া যাবে না। এজন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরভাবে কাজ করতে হবে।’

 পরে নাজিরপুর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মন্ত্রী। এরপর নাজিরপুর উপজেলার শীতার্ত গরীব ও দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র বিতরণ করেন তিনি।

 নাজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অমূল্য রঞ্জন হালদার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফাহমি মোঃ সায়েফ, নাজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুনিরুল ইসলাম মুনীর, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণসহ নাজিরপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ এ সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৯০৯

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন: নিরাপদ দাস, অর্পিতা ভৌমিক, নাসিহাতুল জামিল প্রান্ত, সুভাশিষ ব্যানার্জী শুভ ও আলমাহমুদ।

 গতকালের কুইজে ৬৬হাজার৩৪জনপ্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/)থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৮

**নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)ও নেপালের Krishi Samagri Company Limited (KSCL) এর মাঝে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ আমিন উল আহসান এবং Krishi Samagri Company Limited (KSCL)এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Netra Bahadur Bhandari নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

 অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম ও বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডাঃ বংশীধর মিশ্রসহ শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও নেপাল সরকারের কৃষি ও প্রানিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং কেএসসিএল এর প্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, নেপালের জনগণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিজস্ব চাহিদা পূরণে সার আমদানি করলেও বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ নেপালের জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশ সার রপ্তানির চুক্তি করে বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশ নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে শিল্প সচিব বলেন, সার সহযোগিতার মাধ্যমে দু’ দেশের মধ্যে সহযোগিতার যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তাতে উভয় দেশ উপকৃত হবে। এ সহযোগিতা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

 বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ড. বংশীধর মিশ্র তাঁর বক্তৃতায় সার রপ্তানিতে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নেপাল ও বাংলাদেশকে পরস্পরের সত্যিকারের বন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেপাল বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছিল, আবার নেপালের যে কোন দুর্যোগে বাংলাদেশ সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু’দেশের এ সম্পর্ককে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর সময় এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৫০ মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ বাংলাদেশি প্রায় ১০৯ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮১২ টাকায় নেপাল এই সার ক্রয় করছে। সার সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে নেপাল-বাংলাদেশের সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৭

**হানাদারদের দোসররা এখনও সক্রিয় এদেরকে প্রতিহত করতে হবে**

**- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, একাত্তরে পাকিস্তানিদের শোচনীয় পরাজয় হলেও পাক হানাদারদের এদেশীয় দোসর ও তাদের উত্তরসূরীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। দেশের ভেতরে তারা ষড়যন্ত্র করছে। আবার বিদেশে বসে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার দেখলে মনে হবে নব্য পাক হানাদাররা এখনও আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

 মন্ত্রী ১৬ ডিসেম্বর ৫০তম বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বেতাঁর নীতি ও আদর্শে অর্জিত এই দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকরা রুখে দিতে বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা মানে বাংলাদেশকে হত্যা করা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধৃ ’৭২ থেকে ’৭৫ পর্যন্ত সময়কালে যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁডিয়েও সোনারবাংলা প্রতিষ্ঠার সোপান তৈরি করে গেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৬

**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নেবাংলাদেশ-জাপানের সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিক)-এর সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে স্মারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। জাপান ইন্টারন্যাশনাল ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিক)-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন জেবিক-এর ডেপুটি গভর্নর হায়াশি নবুমিৎসু (Hayashi Nobumitsu)। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমে অর্থায়নই এই সমঝোতা স্মারক চুক্তির মূল লক্ষ্য।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে জাপান আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। জাইকা সেই ১৯৭৪ সাল থেকেই বাংলাদেশেকে সহযোগিতা করে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থা, জিআইএস সাব-স্টেশন, চর বা দূর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা, স্মার্ট মিটার, ভাসমান সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, সোলার গ্রিড, উচ্চ ক্ষমতার বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রভৃতি উপখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকে আমরা সকল সময় স্বাগত জানাই।

 সমঝোতা স্মারক চুক্তির আওতায় এলএনজি এবং গ্যাস ভ্যালু চেইন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জলবিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রভৃতি খাত ও বিভিন্ন উপখাতে সহযোগিতা ও অর্থায়নের বিষয় রয়েছে।

 ভার্চুয়াল সমঝোতা স্মারক চুক্তি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান, জাপানে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমেদ, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবিএম আব্দুল ফাত্তাহ, বিপিসির চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশের নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (জেবিক)-এর নিউ এনার্জি এন্ড পাওয়ার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট-২-এর মহাপরিচালক তামাকি নাওকি সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৫

**বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক নবায়ন**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর):

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের নবায়ন করা হয়েছে। আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সমঝোতা স্মারকের নবায়নে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, কৃষিসচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, সংস্কৃতিসচিব মো. বদরুল আরেফীন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: আবদুর রৌফ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রে দু’দেশের সহযোগিতার বিষয়ে ২০০০ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ চলতি বছরের জানুয়ারিতে শেষ হয়। নবায়নের ফলে এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় কৃষিক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতার ধারা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সামিট উপলক্ষ্যে মোট ৭টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই অংশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এই সমঝোতা স্মারকটির নবায়ন স্বাক্ষরিত হয়।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় কৃষি গবেষণা, প্রাণিসম্পদ, পোল্ট্রি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে গবেষণা, উৎপাদন ও রোগপ্রতিরোধ, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি সমবায়, পাট উৎপাদন ও চাষাবাদ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, বালাইব্যবস্থাপনা, বায়োটেকনোলজি, কৃষি শিল্পে যৌথ উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ ও তথ্য বিনিময়, যৌথ প্রকাশনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে।

#

কামরুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০৪

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরঅনার্সতৃতীয়বর্ষেরফলপ্রকাশ**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর):

 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের২০১৯সালেরঅনার্সতৃতীয়বর্ষেরপরীক্ষারফলাফলআজপ্রকাশকরাহয়েছে।প্রকাশিতফলাফলএসএমএসএরমাধ্যমেযেকোনমোবাইলেরমেসেজঅপশনেগিয়েNU<space>H3<space>Exam Rollলিখে১৬২২২নম্বরেসেন্ডকরলেপাওয়াযাবে।এছাড়াবিশ্ববিদ্যালয়েরওয়েবসাইটwww.nu.ac.bd/results থেকেওজানাযাবে।

 উল্লেখ্য, বিএসসিঅনার্সকোর্সেরবিভিন্নবিষয়েরযেসবশিক্ষার্থীরব্যবহারিকপরীক্ষাকোভিড-১৯এরকারণেগ্রহণকরাসম্ভবহয়নাইতাদেরফলাফলস্থগিতকরাহয়েছে।ব্যবহারিকপরীক্ষাশিগগিরইগ্রহণেরপরএসবশিক্ষার্থীরফলাফলপ্রকাশকরাহবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৪৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৯০৩

**আগামী বছর জর্ডানে ১২ হাজার কর্মী নিয়োগ**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ’র সাথে আজ তাঁর অফিসকক্ষে জর্ডানের সর্ববৃহৎ তৈরি পোশাক কারখানা ক্লাসিক ফ্যাশনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সানাল কুমার সাক্ষাৎ করেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ও বোয়েসেল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে সানাল কুমার জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানের ২৬ হাজার কর্মীর মধ্যে ১৬ হাজার কর্মীই বাংলাদেশের। এই প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগামী বছর আরো ১২ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। ভবিষ্যতে আরো বেশি কর্মী নিয়োগ করা হবে উল্লেখ করে তিনি জানান, বাংলাদেশের কর্মীদের মেধা, শ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা জর্ডানে অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োগের মূল কারণ।

 জর্ডানের তৈরি পোশাক কারখানায় বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগ নিয়ে তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বোয়েসেল-এর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৯০২

**বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ভারতের জাতীয় জাদুঘরে মধ্যেসমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং ভারতের নয়াদিল্লীস্থ জাতীয় জাদুঘরের মধ্যে আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়৷

 সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম খান ও ভারতের জাতীয় জাদুঘর এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক সুব্রত নাথ।

 সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সামিট উপলক্ষ্যে মোট ৭টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এই সমঝোতা স্মারকটিও স্বাক্ষরিত হয়।

 উভয় জাদুঘরের মধ্যে সম্পাদিত এই সমঝোতা স্মারকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিষয়াদি। সমঝোতা স্মারকটি উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করবে।

#

ফয়সল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯০১

**প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

প্যারিস, ১৭ ডিসেম্বর:

 প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৬ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

 এ উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে সকালে রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরউপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পবিত্র কোর'আন তেলাওয়াত এবং গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটকথেকে পাঠ শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 বিজয় দিবসউপলক্ষ্যেরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দূতাবাসের সকল সদস্য বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দূতাবাস অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজন করে।ফলে ফ্রান্সে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রবাসেরবিশিষ্টব্যক্তিবর্গওগুণীজন, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গুণীজন অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

 বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**-** এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন, যার বিনিময়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, গত ১১ ডিসেম্বর ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের ২১০তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ‘UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of Creative Economy’নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পুরস্কারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে অবিচ্ছেদ্য, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে একে অন্যের পরিপূরক এ পুরস্কারের শিরোনামে তা উঠে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এ পুরস্কারের বিষয়ে বলিষ্ঠ দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

 অনুষ্ঠানে ইউনেস্কো অনুমোদিত‘UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of Creative Economy’পুরস্কারের ওপর ভিত্তি করে দূতাবাস নির্মিত একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

#

অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৯০০

**কানাডায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

অটোয়া (কানাডা) (১৭ ডিসেম্বর) :

 অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে মহান বিজয় দিবসযথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসব মুখর পরিবেশে ভার্চুয়ালি উদ্‌যাপিত হয়।অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

 ১৬ ডিসেম্বর দিনের শুরুতে বাংলাদেশ হাউজে হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারচিরঞ্জীব সরকার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 পরে করোনা মহামারির কারণে কানাডার ১০টি প্রদেশ ও তিনটি টেরিটরির বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মিশনের কাউন্সেলর মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন।

 বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়

 শুরুতেই ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার জাতির পিতাসহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি অনুষ্ঠানে যুক্ত অতিথিদের ধন্যবাদ প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

আইয়ুব/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯৯

**ইতালিতে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

রোম (ইতালি), ১৭ ডিসেম্বর:

ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্মশতবর্ষে মহান বিজয় দিবসের ৪৯তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকালে দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ এবং জাতির পিতাসহ মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হয় দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে। শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাসহ কমিউনিটি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিটির বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় পুনঃব্যক্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সকল শহীদ, নির্যাতিতা নারী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক তথ্যসহ তুলে ধরার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’-র কথাও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ‘ভিশন-২০২১’, ‘ভিশন-২০৪১’ এবং ‘ডেল্টা প্লান-২১০০’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেও সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বৈশ্বিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। বর্তমান সরকারকে তিনি প্রবাসী-বান্ধব সরকার হিসেবে অভিহিত করে প্রবাসীদের সেবার মান আরো বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ, মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী নাগরিকবৃন্দ, সাংবাদিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯৮

**ওয়াশিংটনডিসিতেমহানবিজয়দিবসউদ্‌যাপিত**

ওয়াশিংটনডিসি, ১৭ডিসেম্বর:

 দেশমাতৃকারপ্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনএবংদেশপ্রেমেউজ্জীবিতহয়েওয়াশিংটনস্থবাংলাদেশদূতাবাসে১৬ ডিসেম্বরমহানবিজয়দিবসউদযাপিতহয়েছে।

 সকালেবাংলাদেশেরজাতীয়পতাকাউত্তোলনেরমধ্যদিয়েবিজয়দিবসেরঅনুষ্ঠানশুরুহয়।যুক্তরাষ্ট্রেনিযুক্তবাংলাদেশেররাষ্ট্রদূতমোহাম্মদজিয়াউদ্দিনজাতীয়পতাকাউত্তোলনকরেন।এসময়বাংলাদেশেরজাতীয়সংগীতবাজানোহয়। পরেরাষ্ট্রদূত,দূতাবাসেরকর্মকর্তাওকর্মচারীবৃন্দজাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমানেরপ্রতিকৃতিতেপুস্পস্তবকঅর্পণকরেন।এসময়মহাননেতারপ্রতিশ্রদ্ধাজ্ঞাপনকরেএকমিনিটনীরবতাপালনকরাহয়।

 বিজয়দিবসউপলক্ষ্যেরাষ্ট্রপতিএবংপ্রধানমন্ত্রীরভিডিওতেধারণকৃতবাণীপ্রদর্শনকরাহয়।পররাষ্ট্রমন্ত্রীএবংপররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীরবাণীপাঠকরাহয়।দূতাবাসেরমিনিস্টারদেওয়ানআলীআশরাফএবংকমার্শিয়ালকাউন্সিলরমো: সেলিমরেজাবাণীগুলোপাঠকরেন।

 রাষ্ট্রদূততাঁরবক্তব্যেস্বাধীনতাযুদ্ধেরসংক্ষিপ্তইতিহাসতুলেধরেবলেন,পাকিস্তানসামরিকজান্তাবঙ্গবন্ধুরআওয়ামীলীগেরকাছেরাজনৈতিকভাবেপরাজিতহয়ে১৯৭১সালের২৫শেমার্চরাতেনিরস্ত্রবাঙালিরওপরনির্মমহত্যাযজ্ঞশুরুকরে।বাঙালিজাতিরস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকএবংধর্মনিরপেক্ষসমাজপ্রতিষ্ঠারআকাঙ্ক্ষাকেস্তব্ধকরারজন্যইপাকিস্তানসেনাবাহিনীবর্বরআক্রমণপরিচালনাকরে।হানাদারবাহিনীরপৈচাশিকহত্যাকাণ্ডেবিশ্ববিবেকস্তব্ধহয়েযায়।তিনিবলেন,আমেরিকারজনগণনির্যাতিতবাঙালিরপক্ষেঅবস্থাননেন।এপ্রসঙ্গেতিনিসিনেটরএডওয়ার্ডকেনেডি, ঢাকায়নিযুক্তপ্রাক্তনকনসালজেনারেলআর্চারব্লাড, সংগীতশিল্পীজর্জহ্যারিসনএবংকবিঅ্যালেনগিনসবার্গেরঅবদানস্মরণকরেন।

 রাষ্ট্রদূতবলেন,আজকেভেবে দেখার সময়ে এসেছেবঙ্গবন্ধুরআশা-আকাঙ্ক্ষাবাস্তবায়নেকতদূরঅগ্রসরহতেপেরেছি।আমাদেরব্যর্থতাগুলোচিহ্নিতকরেজাতিরপিতারকাছেদেয়াঅঙ্গীকারসততারসাথেবাস্তবায়নকরতেহবে।

 অনুষ্ঠানেশেষেজাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমান, ১৫ইআগস্টেনিহতবঙ্গবন্ধুপরিবারেরসদস্যবৃন্দ, জাতীয়চারনেতাএবংস্বাধীনতাযুদ্ধেশহীদদেরআত্মারমাগফেরাতকামনাকরেবিশেষমোনাজাতকরাহয়।

#

অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯৭

**জাতিসংঘেবাংলাদেশস্থায়ীমিশনেমহানবিজয়দিবসউদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক,১৭ডিসেম্বর:

 যথাযোগ্যমর্যাদায়জাতিসংঘেবাংলাদেশস্থায়ীমিশননিউইয়র্ক-এগতকাল বাংলাদেশেরগৌরবময়৫০তমবিজয়দিবসউদ্‌যাপনকরাহয়।অনুষ্ঠানেরসূচনাহয়সকাল৮:৪৫মিনিটেজাতীয়সংগীতপরিবেশনেরমধ্যদিয়ে।এরপরশহীদবীরমুক্তিযোদ্ধাদেরস্মৃতিরপ্রতিশ্রদ্ধাজানিয়েএকমিনিটনিরবতাপালনএবংশহীদদেরআত্মারমাগফেরাতকামনাকরেবিশেষমোনাজাতকরাহয়।দিবসটিউপলক্ষ্যেরাষ্ট্রপতিওপ্রধানমন্ত্রীরবাণীপাঠওভিডিওবার্তাপ্রদর্শনএবংপররাষ্ট্রমন্ত্রীওপররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীরবাণীপাঠকরেশোনানোহয়।

 আলোচনাপর্বেরশুরুতেইস্বাগতবক্তব্যদেনজাতিসংঘেনিযুক্তবাংলাদেশেরস্থায়ীপ্রতিনিধিরাষ্ট্রদূতরাবাবফাতিমা।বক্তব্যেরশুরুতেইতিনিস্বাধীনতারমহানস্থপতি, সর্বকালেরসর্বশ্রেষ্ঠবাঙালিজাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমান, বঙ্গমাতাসহ১৫আগস্টেরশাহাদতবরণকারীজাতিরপিতারপরিবারেরসকলসদস্য, জাতীয়চারনেতাএবংমহানমুক্তিযুদ্ধেরত্রিশলাখশহীদওদুইলাখসম্ভ্রমহারামা-বোনসহসকলবীর মুক্তিযোদ্ধাদেরপ্রতিগভীরশ্রদ্ধাজানান।তিনিবলেন, প্রধানমন্ত্রীরদূরদর্শীনেতৃত্বেবিশ্বদরবারেবাংলাদেশএকটিদায়িত্বশীলওপ্রগতিশীলরাষ্ট্রএবংউন্নয়নেররোলমডেলহিসেবেস্বীকৃত।বাংলাদেশেরআর্থ-সামাজিকঅগ্রগতি, জনগণেরজীবনমানবৃদ্ধি, বিভিন্নআন্তর্জাতিকইস্যুতেপ্রধানমন্ত্রীরদৃঢ়ওগঠনমূলকনেতৃত্বেরকারণেজাতিসংঘেওআমাদেরঅবস্থানঅত্যন্তসম্মানের।

 জাতিসংঘেবাংলাদেশেরনেতৃত্বশীলভূমিকারকথাতুলেধরেবাংলাদেশেরস্থায়ীপ্রতিনিধিবলেন, আমরাইউনিসেফএরগভর্ণিংবডিরপ্রেসিডেন্টহিসেবেদায়িত্বপালনকরছি।বাংলাদেশইউএনডিপি, ইউএনএফপিএএবংইউএনওপিএসএরনির্বাহীবোর্ডেরসহ-সভাপতি।এছাড়াওইকোসকওমানবাধিকারকমিশনসহবিভিন্নগুরুত্বপূর্ণজাতিসংঘফোরামেবাংলাদেশনির্বাচিতসদস্যহিসেবেভূমিকারেখেচলেছে।

 তিনিবলেন, ‘বঙ্গবন্ধুরজন্মশতবার্ষিকীউপলক্ষ্যেজাতিসংঘেরসঙ্গেযৌথভাবেআমরাবঙ্গবন্ধুওশান্তিরক্ষাকার্যক্রমেরস্মরণেস্মারকডাকটিকেটপ্রকাশকরেছি।জাতিরপিতারজন্মশতবার্ষিকীউদ্‌যাপনেরবার্ষিকীতেপ্যারিসভিত্তিকজাতিসংঘেরঅঙ্গসংস্থাইউনেস্কোযৌথভাবেজন্মশতবার্ষিকীপালনসহজাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমানেরনামেআন্তর্জাতিকপুরস্কারপ্রবর্তনেরঘোষণাদিয়েছেযারসবকিছুইআন্তর্জাতিকপ্লাটফর্মেবাংলাদেশেরমর্যাদারস্বীকৃতি’।

 প্রবাসীবাংলাদেশিসম্প্রদায়েরউদ্দেশ্যেতিনিবলেন, যুক্তরাষ্ট্রেবিভিন্নক্ষেত্রেপ্রবাসীবাংলাদেশিদেরকর্মকান্ডবিদেশেরমাটিতেবাংলাদেশেরসুনামবৃদ্ধিকরছে।রেমিট্যান্সপ্রেরণছাড়াওপ্রবাসীদেরঅর্জিতঅভিজ্ঞতা, জ্ঞানওদক্ষতাদিয়েসরাসরিদেশেরউন্নয়নতথাপ্রধানমন্ত্রীশেখহাসিনাঘোষিতরূপকল্পসমূহেরবাস্তবায়নএগিয়েনিতেআহ্বানজানানরাষ্ট্রদূতফাতিমা।

 মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন।

#

অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৮৯৬

**আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে প্রধানমন্ত্রীরবাণী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৮ ডিসেম্বর**আন্তর্জাতিক অভিবাসী** দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল অভিবাসীসহ দেশে-বিদেশে অভিবাসীদের কল্যাণে ব্যাপৃত সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 এবারের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অভিবাসী কর্মীগণের কল্যাণ ও স্বার্থসংরক্ষণ, তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে নিরাপদ, স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত ও গতিশীল করতে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিট্যান্স এর ওপর ২% হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রণোদনার সুফল হিসেবে অভিবাসী কর্মীগণের শ্রম ও মেধার বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০ দশমিক ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ দশমিক ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

 কোভিড-১৯ এর কারণে দেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান এবং তাদের জন্য রিইন্টিগ্রেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে সাতশত কোটি টাকার তহবিল গঠন করে তা থেকে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের উন্নয়নে প্রবাসী কর্মী এবং অনিবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ‍সুযোগ তৈরির জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। আমাদের সরকার প্রতি উপজেলা থেকে বছরে গড়ে ১ হাজার কর্মীকে বিদেশে প্রেরণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। বৈশ্বিক চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবংমধ্যস্বত্বভোগীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ তৈরি, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সার্বিক অটোমেশন এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটালাইজড সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

 আমি আশা করি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে সামগ্রিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আরো সুষ্ঠু ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হবো।

 আমি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাওন/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৮৯৫

**আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৮ ডিসেম্বর**আন্তর্জাতিক অভিবাসী** দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত অভিবাসী বাংলাদেশিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাচীনকাল থেকেই জীবিকার সন্ধান, আর্থ-সামাজিক, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। বর্তমানে বাংলাদেশের এক কোটির অধিক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা গন্তব্য দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ছাড়াও নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। একইসাথে পরিবার পরিজনের জীবন জীবিকা নির্বাহ এবং তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নেও তাঁরা বিশেষ অবদান রাখছেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁরাও গর্বিত অংশীদার। তাঁদের অবদানের কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

সারাবিশ্বে করোনা মহামারি পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অভিবাসী কর্মীগণ মহামারির মধ্যেও রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করেছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারির বিস্তার শুরু হবার পর থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া অভিবাসীদের দেশে প্রত্যাগমণ, অভিবাসী কর্মীদের খাদ্য ও আর্থিক সহায়তাসহ তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

অভিবাসীরা প্রবাসে বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান দূত। তাই দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে গন্তব্য দেশের ভাষাজ্ঞান ও সংস্কৃতি জানার পাশাপাশি সে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে। অভিবাসী কর্মীরা যেন দেশে-বিদেশে কোথাও কোনোভাবে হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ জনশক্তি গঠন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, নিরাপদ অভিবাসন, মূল্যবান রেমিটেন্স আহরণ এবং প্রবাসী কর্মীগণের কল্যাণসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২০/১১০০ ঘণ্টা